যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

এক মাসেও বই পায়নি সিলেট ও বানিয়াচংয়ের অনেক শিক্ষার্থী

যুগান্তর ডেস্ক

এক মাসেও বই পায়নি সিলেট সরকারি অগ্রণামী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ এবং বানিয়াচং উপজেলার কুর্শাঘাগাউরা ও সিকান্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বই না পেয়ে তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিলেট : বই বিতরণ শুরুর প্রায় একমাস হতে চললেও সিলেট সরকারি অগ্রণামী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের নবম শ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থী এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে বই পায়নি। বই না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তারা। এ নিয়ে অভিভাবক মহলেও বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ। জানা গেছে, অগ্রণামী স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদের অনেককেই স্বাভাবিকভাবে তা নিতে দেয়া হয়নি। পরে অভিভাবকদের ধরনা ও আবেদনের

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

শিক্ষার্থী : বই পায়নি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ বিভাগে ভর্তি করা হয়। তবে তাদের বুধবার পর্যন্ত সব বই দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিজাম উদ্দিন প্রথমে ছাত্রীদের বইয়ের সংকটের কথা বলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অগ্রণামী স্কুলেই রয়েছে বইয়ের গোডাউন। শুধু ছাত্রীদের তালিকা করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বইগুলো বিতরণের কথা। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বই দেয়া হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিজাম উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, বিজ্ঞান বিভাগের বইয়ের চাহিদার বেশি শিক্ষার্থী থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বানিয়াচং : বানিয়াচং উপজেলার কুর্শাঘাগাউরা ও সিকান্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিনশ' শিক্ষার্থী এখনও বই পায়নি। অভিযোগ উঠেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন খানের আপত্তির কারণে গোডাউনে বই মজুদ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ বইগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে না। ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বর্তমান সরকার বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ায় সাফল্য পেলেও ক্ষমতাধর ওই চেয়ারম্যানের দাপটে বানিয়াচংয়ে বই বিতরণের সাফল্য ম্লান হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সূত্র জানায়, দেশের অন্যতম এনজিও ব্র্যাক বানিয়াচং উপজেলার প্রত্যন্ত ইউনিয়ন ৮নং খাগাউরা ও ৯নং পুকড়া ইউনিয়নে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। সরকারি অনুমোদন নিয়ে ১ জানুয়ারি বিদ্যালয় দুটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কুর্শাঘাগাউরা বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৪৫ জন ও সিকান্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। বছরের প্রথম দিন উপজেলার সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বই পেয়ে পাঠদান শুরু করলেও ওই দুই বিদ্যালয়ের প্রায় তিনশ' শিক্ষার্থীর হাতে এখনও বই পৌঁছায়নি। স্কুলের শিক্ষকসহ ব্র্যাকের কর্মকর্তারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে বারবার ধরনা দিয়েও বই পাচ্ছেন না। ব্র্যাকের উপজেলা কো-অর্ডিনেটর মহসিন উদ্দিন জানান, বইয়ের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে গেলে কর্মকর্তারা সাফ জানিয়ে দেন ব্র্যাক স্কুলে বই সরবরাহ না করার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন খানের আপত্তি রয়েছে।